খুচরো কথা

নন্দিনী হোসেন

০৬/১২/২০০৫

সম্প্রতি জেনির লেখার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে সাতরং এর নিয়মিত লেখক জনাব এম এ সালামের উত্তরে কিছু কথা বলার জন্যই আমার এই লেখার অবতারণা । যিনি নিজে ও সমাজে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই বিষয়ে তাঁর লেখা অনেক গুলো প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই ছাপা হয়েছে। যে গুলো চিন্তা উদ্রেক কারী। অন্য দিকে জেনি যে বিষয়টি তার লেখায় উত্তাপন করেছেন,তা ও উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। আমি তার ব্যক্তব্যের সাথে এক মত প্রকাশ করেই তার কারণ গুলো অনুসন্ধান করতে বলেছিলাম। অবশ্য আমি যে কারণ উল্লেখ করেছিলাম সে গুলোই সব বলে আমি ও মনে করি না। তবে প্রধান তো বটেই। আমি আমার লেখায় এবং চিন্তায় আরেক টি বিষয় কে সব সময় গুরুত্ব দিয়ে আসছি আর তা হচ্ছে ,পরিবারে মায়ের ভুমিকা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে।

এমনিতে সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে,ঘুরেফিরেই পুরুষের কথায় আসে নারীই নারীর শত্রু। তাতে তারা এক ধরনের আত্বপ্রসাদ লাভ করেন। যেমন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ও দেখেছি আমার কোন কোন বন্ধু মুখে নারীর সমঅধিকার ইত্যাদি সমর্থন করেন ঠিকই, কিন্তু তাদের শেষ কথাটি হল, আসলে নারীই তো নারীর শত্রু !তোমরা মেয়েরাই নিজের অবস্থার জন্য দায়ী !' ইত্যাদি । তো এই যদি হয় আমাদের সমাজের পুরুষের মনোভাব,তাহলে তাদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়? কারণ তারা তো সব দায় দায়িত্ব নারীর কাঁধে দিয়েই সন্তুষ্ট । তারা নিজেরা কোন দায়িত্ব নিতে রাজী নয় ।

তবে প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নারীদেরই। অধিকার কেউ কাউকে মুখে তুলে দেয় না। আদায় করে নিতে হয় । আমি নিজের অভিজ্ঞতায় মনে করি এই কাজ টি শুরু করতে হবে প্রতিটি পরিবারে একজন মা কেই। মা-ই পারেন তার ছেলে মেয়ে কে সমান ভাবে মানুষ করতে। বৈষম্যের প্রথম বীজ টি অন্তত তিনি উপড়ে ফেলতে পারেন। তিনি নিজেই পারেন একই সাথে শিক্ষক এবং বন্ধুর ভূমিকা নিতে । কোন ধরণের হীনমন্যতা বোধ যেন মেয়ের মধ্যে শুধু মেয়ে বলেই বাসা না বাধে তা তাকে খেয়াল রাখতে হবে । তা ছাড়া এটা ও দেখা যায় যে-যে ছেলে তার নিজের মাকে মানুষ হিসেবে মুল্যায়ণ করতে শেখে,শ্রদ্ধা করতে পারে,সে ছেলে সার্বিক ভাবেই নারীদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকে এবং যথাযথ মূল্যায়ণ করে থাকে। পক্ষান্তরে যে ছেলে নিজের পরিবারে তার মাকে শুধুই একটা প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের মত ব্যবহৃত হতে দেখে ,সে নিজে ও তার নিজের স্ত্রীর প্রতি একই ধরনের আচরণ করে। নারী অধিকারের কথা শুনলে হাসি টাট্টা মশকরা সহ নানা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এই ধরনের পরিবারে লালিত ছেলেরাই কিন্তু বেশী করে ।

সে জন্যই মাকে হতে হবে সোচ্চার। নিতে হবে অগ্রনী ভুমিকা। পূরুষের ক্রীড়ানক হয়ে নিজের ক্ষমতা কে তুচ্ছ করে না দেখে , যে টূকু সুযোগ পাওয়া যায় তাকেই কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নারীর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অন্যতম প্রধান বিষয়,তেমনি পরিবারে একজন সচেতন এবং সক্ষম মা ই পারেন অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে। পারেন তার ছেলেমেয়েদের সমভাবে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।

এখানে বলি রাখি,আমি সচেতন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাছে এ বিষয়ে লেখার জন্য

আহ্বান জানাই ।

যদি ও আমি মনে করি না লিখেই সব কিছু হয়ে যায় ,কিন্তু আমরা মতামত তুলে ধরতে পারি। তাতে নানা বিষয় বেড়িয়ে আসে। যা যে কোন বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য অবশ্যই জরুরী। আসলে প্রতিবন্ধকতা তো শুধু একটি ই নয়। বড় বড় বাধার সাথে আর ও ছোট ছোট কিন্তু গুরুত্ব পুর্ণ সমস্যা এত অজস্র আছে যা আমাদের নারীদের এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না। তাই, আসুন আমরা এ বিষয়ে কথা বলি ।

যে কথা গুমরে মরছে :- বাংলায় একটা প্রবাদ আছে,অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর !গত কিছু দিন ধরে আমার মানসিক অবস্থা ও হয়েছে তেমনি। প্রথমে প্রচন্ড অক্ষম এক ক্রোধ এবং পরে ক্রমান্বয়ে যা এক গভীর হতাশায় পরিণত হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম কিছু লিখব,বসে ও ছিলাম লিখতে কিন্তু জানি না কেন,কিছুতেই দু তিন লাইনের বেশী কিছু লিখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমার জানা কোন শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে ও আমি আমার মনের ক্রোধ হতাশা প্রকাশ করতে পারছি না । আর কিই বা হবে লিখে !বলছিলাম বাংলাদেশে একের পর এক জঙ্গী হামলার কথা। কেই বা কখন ভাবতে পেরেছিল যে বাংলাদেশের পলিমাটিতে ও এক দিন জঙ্গীরা গায়ে বোমা বেধেঁ মানুষ মারবে পোঁকা মাকড়ের মত !আর ও কি কি যে দেখার আছে আমাদের ! আমি সব সময় ই আমাদের বাংগালী মেয়েদের বঞ্চনার কথা বলি,যদি ও আমি নিজেকে কোন নারীবাদি মনে করি না। আমার ব্যক্তিগত যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের মধ্যে সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সমাজে নারীরাই সব চেয়ে বেশি বৈষম্য বঞ্চনার স্বীকার। তাই নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলতেই হয়। নারীর অধিকার বিষয়ে কথা বলার সময় আমি পশ্চিমা নারীর প্রসংগ আনি না । কারণ তারা যদি ও এখন ও পর্যন্ত পুরোপুরি পুরূষের সমান অধিকার পান নি,নানা ভাবে বঞ্চিত এখন ও-তারপর ও তাদের সমস্যার ধরন আমাদের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। আমি এত বৃহত্তর পরিসরে না গিয়ে আমার নিজের আঙ্গিনার কথাই সব সময় বলতে চাই। আজ বাংলাদেশ যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,যদি অদুর ভবিষ্যতে ক্ষমতা সম্পুর্ণ নিজামীদের কব্জায় যায় তাহলে নারীদের স্থান কোথায় হবে,তাই আগে ভাবার বিষয় !সামগ্রিক ভাবে এই সবগুলো বিষয় নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে আজ।

প্রাসঙ্গিক ভাবে আরেকটি বিষয়ের অবতারনা করছি,সাতরং এ ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস উপলক্ষে লেখা আহ্বান করে একটি ঘোষণা রেখেছি। এটি রাখার পরই আমর মনে হল কেমন যেন ব্যংগ করছে কথাগুলো ! দেশ যখন আজ এই অবস্থায়,সেখানে এই ধরনের আহ্বান কত টা যৌক্তিক। ভেবেছিলাম লেখাটি সরিয়ে ফেলব- তবু সরাইনি এই কথাটি ভেবে যে, আজ অদুরদর্শী মেধা শুন্য ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক কিছু নেতা নেত্রীর জন্য বাংলাদেশ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে,তাতে করে আমাদের বিজয় কে আর ও বেশী করে সামনে নিয়ে আসতে হবে। কারণ আমাদের পরিচয়ের মূল ভিত্তিই হচ্ছে একাত্তরে আমাদের বিজয় । আমাদের এখন সেই মূলেই ফিরে যেতে হবে। অসম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে যা ছিনতাই হয়ে গেছে ।